চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা

চট্টগ্রাম

www.ccc.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি) ১৬ মে ২০২২

বিশ্ব টিকাদান সপ্তাহের অ্যাডভোকেসি সভার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভারপ্রাপ্ত মেয়র

আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ভারপ্রাপ্ত মেয়র মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দীন বলেছেন, আজকের শিশুরা আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তাদের বেড়ে ওঠার নিশ্চয়তা প্রদান করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। শিশুদের টিকাদান কর্মসূচি পূর্ণাঙ্গ করতে না পারলে তার সফলতা পাওয়া যায় না। অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে, নগরীতে যে টিকাদান কর্মসূচী পালিত হয় তাদের মধ্যে জন্ম গ্রহনের পর শিশু টিকা নিলেও বাসাবাড়ি স্থানান্তরিত হওয়ার কারণে একটা নিদিষ্ট সংখ্যক শিশু তাদের টিকার কোর্স সম্পন্ন করতে পারে না। এই সংখ্যা শতকরা ২০ ভাগ পর্যন্ত হতে পারে। এ হার শূন্যতে নিয়ে আসতে হবে। টিকা দানের ক্ষেত্রে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন যে ভূমিকা পালন করে আসছিল তা দেশব্যাপী স্বীকৃতি অর্জন করেছে। এ ধারা অব্যাহত রেখে শিশুদেরকে শতভাগ টিকা সম্পন্ন করার জন্য দায়িত্ব নিতে হবে। তিনি কোভিড মোকাবেলায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, কোভিড মোকাবিলায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। টিকা দানের ক্ষেত্রেও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমাদেরকে টিকাদানের ক্ষেত্রে এ ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে হবে। আজ সকালে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন জেনারেল হাসপাতালে বিশ্ব টিকাদান কর্মসূচির অ্যাডভোকেসি সপ্তাহের উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

চসিক ভারপ্রাপ্ত প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. মোহাম্মদ আলীর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্য স্ট্যান্ডিং কমিটির সভাপতি জহর লাল হাজারী, সমাজ কল্যাণ স্ট্যান্ডিং কমিটির সভাপতি আবদুস সালাম মাসুম, চট্টগ্রামের সিভিল সার্জন ডা. মো. ইলিয়াছ চৌধুরী। অন্যান্যদের মধ্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বিভাগীয় কোডিনেটর ডা.ইমন প্রু চৌধুরী, ডা. সারোয়ার আলম, ডা. দিপা ত্রিপুরা, ডা. ইমাম হোসেন রানা, ডা. রফিকুল ইসলাম, ডা.হাসান মুরাদ চৌধুরী, ডা.সুমন তালুকদার, ডা. জুয়েল মহাজন, ডা.নাসিম ভূঁইয়া, ডা.তপন চক্রবর্তী, আবু ছালেহ প্রমুখ।

ভারপ্রাপ্ত মেয়র আরো বলেন, একত্রিশে মে'র মধ্যে এই টিকাদান কর্মসূচি শেষ করতে হবে। তবে কোনো শিশু যাতে এ টিকার আওতার বাইরে না থাকে সে ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। সাবেক মেয়র মহিউদ্দিন চৌধুরী স্বাস্থ্য সেবাকে নগরবাসীর দোরগোড়ায় পৌঁছানোর জন্য যে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন সে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার জন্য সকলের প্রতি অহ্বান জানান। সিভিল সার্জন মোহাম্মদ ইলিয়াছ চৌধুরী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী চিন্তা চেতনার কারণে আমরা অনেক উন্নত দেশের চাইতেও কোভিড মোকাবিলায় বেশি সফল হয়েছি। বিশেষ করে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ও চট্টগ্রাম জেলার স্বাস্থ্যকর্মীরা কোভিড মোকাবেলায় সম্মুখ যোদ্ধা হিসেবে কাজ করেছে। এতে অনেকের প্রাণহানি হয়েছে তথাপি যে সফলতা অর্জিত হয়েছে তা প্রণিধানযোগ্য। তিনি যারা দ্বিতীয় ডোজ কোভিড টিকা গ্রহণ করে চার মাস অতিক্রান্ত হয়েছে তাদেরকে অবিলম্বে তৃতীয় ডোজ টিকা টিকা গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানান। তিনি প্রসঙ্গক্রমে বলেন, কোভিড টিকার কোনো ধরনের ঘাটতি নেই। সুতরাং টিকার পর্যাপ্ততার কারণে সবাই বুস্টার ডোজ টিকা গ্রহণ করতে পারবেন। এ ব্যাপারে কেউ অবহেলা করলে আবারো সংক্রমণের ঝুঁকি তে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

চসিক বিদ্যুৎ বিভাগের সাথে মতবিনিময় সভায় ভারপ্রাপ্ত মেয়র

আলোকায়ন ক্ষেত্রে শতভাগ রক্ষনাবেক্ষন ও তদারকি নিশ্চিত করতে হবে

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ভারপ্রাপ্ত মেয়র মোহাম্মদ গিয়াস উদদীন বলেছেন, নগরজুড়ে এলইডি বাতির ধবধবে সাদা আলোর মাধ্যমে নগরীকে আলোকিত করা হবে। চসিকের বিদ্যুৎ বিভাগের যে অব্যবস্থাপনা আছে তা দক্ষ জনবলের কারণে হোক বা অন্য যে কোনো কারণে হোক না কেন তা চিহ্নিত করে দ্রুত সমাধানের ব্যবস্থা করা হবে। তিনি আরো বলেন, নগরীতে চল্লিশ হাজার টিউবলাইট জ্বলে অন্যদিকে নগরীতে পাঁচ হাজার এলইডি স্থাপন করা হয়েছে। এ বাতিগুলোর আলোকায়নের ক্ষেত্রে শতভাগ রক্ষণাবেক্ষণ ও তদারকির মাধ্যমে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে তিনি বিদ্যুৎ বিভাগকে নির্দেশনা প্রদান করেন। আজ সোমবার অপরাহ্নে চসিকের আন্দরকিল্লা পুরাতন ভবনের কেবি আব্দুস সত্তার মিলনায়তনে বিদ্যুৎ স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য কাউন্সিলর হাসান মুরাদ বিপ্লবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক মতবিনিময় সভায় তিনি এই কথা বলেন।

এতে আরো বক্তব্য রাখেন কাউন্সিলর জহরলাল হাজারী, ওয়াসিম উদ্দিন চৌধুরী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ঝুলন কুমার দাস, নির্বাহী প্রকৌশলী রেজাউল বারী ভূঁইয়া, জাহিদুল আলম চৌধুরী, জাকির হোসেন প্রমুখ। ভারপ্রাপ্ত মেয়র আরো বলেন, আগামীতে স্মার্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের মাধ্যমে সড়কবাতির গুলো সুইচ নিয়ন্ত্রণ করা হবে যার জন্য স্থাপন করা হবে চারটি কেন্দ্রীয় সার্ভার স্টেশন যেখান থেকে সহজে অন অফ, কমানো বাড়ানো যাবে এছাড়া বেশি পরিমাণ বিদ্যুৎ অপচয় না হয় মতো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তিনি শহরের সৌন্দর্য, ব্যাবসায়িক সুবিধা,সামাজিক নিরাপত্তা ও পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ট্রাফিক ও পথচারীদের জন্য স্মার্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের মাধ্যমে এগুলো নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভবপর হলে একটি আলোকোজ্জ্বল নগরী হিসেবে সবার সম্মুখে দৃশ্যমান হবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন ।প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন,চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন বাংলাদেশের বিরাজমান ১২ টি সিটি কর্পোরেশন এর মধ্যে অনন্য একটি প্রতিষ্ঠান যে প্রতিষ্ঠানটি তাদের নির্দিষ্ট কর্মকাণ্ডের বাইরেও শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে অবদানের মাধ্যমে শিক্ষা নাগরিক সেবা প্রদান করা যাচ্ছে। এজন্য চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনকে প্রচুর জনবল ও ব্যয় ভার বহন করতে হয় তা সর্বমহলে অবগত করা প্রয়োজন বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী চট্টগ্রামের প্রতি সর্বোচ্চ আন্তরিকতা প্রকাশ করে চট্টগ্রামের জন্য যে হাজার কোটি টাকার মেগা প্রকল্প গুলো দিয়েছেন তা বাস্তবায়ন করতে না পারলে আমাদের জন্য অত্যন্ত দুঃখজনক হবে।

চসিক ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালিত

ফুটপাত ও রাস্তা দখল করে ব্যবসা পরিচালনার দায়ে ৪৪ হাজার টাকা জরিমানা আদায়

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মারুফা বেগম নেলী'র নেতৃত্বে পাহাড়তলী থানা এলাকায় রাস্তা ও ফুটপাত দখলকরে পুরাতন লোহা ও মেশিনারী সামগ্রী রেখে ব্যবসা পরিচালনা করে জনসাধারণে চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির দায়ে ৬ প্রতিষ্ঠারেন বিরুদ্ধে মামলা রুজু পূর্বক ২৭ হাজার টাকা জরিমানা করা হলো।

অপর অভিযানে স্পেসাল ম্যাজিস্ট্রেট মনীষা মহাজনের নেতৃত্বে বাকলিয়া থানাধীন শাহ্ আমানত সেতু সংযোগ সড়কের রাস্তা ও ফুটপাত দখল করে নির্মাণ সামগ্রী এবং দোকানের মালামাল রেখে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির দায়ে ৭ জনের বিরুদ্ধে মামলা রুজু পূর্বক ১৭ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। একই আদালত চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শকরে দায়ের কৃত মোকাদ্দমায় ৪ জনকে ১৪ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

স্বাক্ষরিত/-
(কালাম চৌধুরী)
জনসংযোগ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
মোবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩